সংবাদ

তারিখ ... 23 MAY 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

পর্যাপ্ত বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীর শূন্যপদে এমপিওভুক্তি ও উচ্চতর স্কেল বন্ধ

● ২৭ কোটি টাকা ফেরত যাচ্ছে অর্থ মন্ত্রণালয়ে

রাকিব উদ্দিন

পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের শূন্যপদে এমপিওভুক্তি ও উচ্চতর স্কেল বন্ধ রেখেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ফলে ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের অবশিষ্ট ২৬ কোটি ৮০ লাখ ৬৪ হাজার ৮২ টাকা ফেরত যাচ্ছে অর্থ মন্ত্রণালয়ে। দেশের বেসরকারি শিক্ষক সংগঠনগুলো শূন্যপদে এমপিওভুক্তি ছাড়করণের জন্য বার বার দাবি জানিয়ে আসলেও শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাতে কর্ণপাত করছে না।

আমলাদের অদক্ষতা, ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্তহীনতা, বেসরকারি শিক্ষকদের প্রতি তাদের বিরূপ ও নীচু মানসিকতা পোষণ, দুর্নীতির আশঙ্কা এবং সর্বোপরি সরকারের প্রতি শিক্ষক-কর্মচারীদের খেপিয়ে তুলতেই এমপিওভুক্তি ছাড়করণ বন্ধ রাখা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। এমপিওভুক্তি বন্ধ রাখার বিষয়ে জানতে চাইতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তারা সংবাদকে বলেছেন, 'এমপিওভুক্তি প্রদানের বর্তমান প্রক্রিয়াটা স্বচ্ছ নয়। এ প্রক্রিয়ায় মাউশির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা এমপিওভুক্তি নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম ও ঘুষপ্রীতিতে জড়িয়ে পড়ে। তাই এমপিওভুক্তি কার্যক্রম এখন ডিজিটালাইজেশন করা হচ্ছে'।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের সমন্বয়কারী মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম সংবাদকে বলেছেন, 'মূলত মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অনভিজ্ঞতা, অজ্ঞতা ও বিবেচনাবোধের অভাবেই প্রতি অর্থবছরে এমপিওভুক্তি খাতের অনেক টাকা অর্থ মন্ত্রণালয়ে ফেরত যায়। বেসরকারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

বেসরকারি : শিক্ষক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের যথাযথ ধারণা ও জ্ঞান নেই। তারা এ সমস্যা বুঝতেও চান না। অথচ তারা নিজেদের খুবই বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ভাবেন'।

এমপিও খাতের অবশিষ্ট অর্থ থেকে শূন্যপদে এমপিও দেয়ার দাবি জানিয়ে বিশিষ্ট এই শিক্ষক নেতা আরও বলেন, 'হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত আছেন। তারা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডে খুবই হতাশ ও ক্ষুব্ধ'। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ২০১১-১২ অর্থবছরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ও ভাতাদি সহায়তা খাতে বরাদ্দ ছিল ৫ হাজার ২৭২ কোটি ৪৭ লাখ ১৭ হাজার টাকা। আন্তঃখাত সমন্বয়পূর্বক সংশোধিত বাজেটে এ খাতে ৫ হাজার ২৬০ কোটি ৬০ লাখ ১৩ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। এ বরাদ্দ থেকে ২টি উৎসব ভাতাসহ গত বছরের জুন থেকে চলতি বছরের এপ্রিল পর্যন্ত বেতন-ভাতাদি বাবদ মোট ৪ হাজার ৮১১ কোটি ৩৩ লাখ ৩৮ হাজার ৩৮৮ টাকা ব্যয় হয়েছে। অবশিষ্ট আছে ৪৪৯ কোটি ২৬ লাখ ৭৪ হাজার ৬১২ টাকা। গত এপ্রিল মাসের ব্যয় ৪২২ কোটি ৪৬ লাখ ১০ হাজার ৫৩০ টাকা হিসাবে চলতি মে মাসে নিয়মিত বেতন-ভাতাদি পরিশোধ করা হলে অবশিষ্ট থাকবে ২৬ কোটি ৮০ লাখ ৬৪ হাজার ৮২ টাকা। এর মধ্যে স্কুলের এমপিওভুক্তির জন্য ৯ কোটি ২৯ লাখ ৯৫ হাজার ৩০০ টাকা, কলেজের জন্য ১১ কোটি ৭৪ লাখ ৪২ হাজার ৮৭৩ টাকা এবং মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীর শূন্যপদের এমপিওভুক্তির জন্য অবশিষ্ট আছে ৫ কোটি ৭৬ লাখ ২৫ হাজার ৯০৯ টাকা। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) জানায়, এমপিওভুক্তির অপেক্ষায় হাজার হাজার ফাইল আটকে আছে। কারণ শূন্যপদে সর্বশেষ এমপিওভুক্তি করা হয়েছিল গত বছরের মে মাসে। ২০১১ সালের জানুয়ারি থেকে বন্ধ আছে প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং কলেজের সহকারী অধ্যাপকের উচ্চতর স্কেল প্রদান। দীর্ঘদিন স্থগিত থাকার পর গত জানুয়ারি থেকে চালু করা হয়েছে ইনডেক্সধারী শিক্ষকদের এমপিওভুক্তিকরণ।

এমপিওভুক্তি-সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্তসহ মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ চলতি মাসের প্রথম দিকে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী কাছে একটি প্রতিবেদন দিয়েছেন। কিন্তু এ প্রতিবেদন কেই খুলেই দেখেনি বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার অবসর/মৃত্যুবরণ/পদত্যাগজনিত প্যাটার্নভুক্ত শূন্যপদে নিয়োগপ্রাপ্ত ইনডেক্সবিহীন শিক্ষক-কর্মচারীদের বকেয়া ছাড়া এমপিও প্রদান করা হলে মাসিক সম্ভাব্য ব্যয় হবে ১৪ কোটি ১৯ লাখ ২০ হাজার টাকা। ইনডেক্সধারী শিক্ষক-কর্মচারীর বকেয়া ছাড়া উচ্চতর স্কেল প্রদান করা হলে মাসিক সম্ভাব্য ব্যয় হবে ৪ কোটি ৩৭ লাখ ৭৯ হাজার ৯৬৫ টাকা। বকেয়া ছাড়া স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার ইনডেক্সধারী শিক্ষক-কর্মচারীর টাইম স্কেল ও এমপিও প্রদান করা হলে মাসিক সম্ভাব্য ব্যয় হবে ২ কোটি ৯৬ লাখ ৪৮ হাজার ৩৬৫ টাকা। সমপদে ইনডেক্সধারী শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিওভুক্তির ক্ষেত্রে কোন আর্থিক সংশ্লেষ হবে না। বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের এসব সুবিধাদি প্রদান করা হলে মাসিক সম্ভাব্য ব্যয় হবে ২১ কোটি ৫৩ লাখ ৪৮ হাজার ৩৩০ টাকা।

অর্থাৎ চলতি মে মাসে শিক্ষক-কর্মচারীদের এসব সুবিধাদি প্রদান করা হলেও অবশিষ্ট থাকবে ৫ কোটি ২৭ লাখ ১৫ হাজার ৭৫২ টাকা। ফলে চলতি ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন হবে না।